তৃতীয় অধ্যায়

লোকনাটকের সংজ্ঞা

লোক-সাহিত্য 'লোক'-মনোধর্মী । লোক-মানসের আবেগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হয় লোক-সাহিত্যে । সাহিত্যের ভিত্তি হল মানব জীবনের অভিজ্ঞতা, লোক-সাহিত্যের অন্তরালে তাই মানব জীবনের যুগ যুগ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা । স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

লোক-সাহিত্যের একটি শাখা হল লোকনাটক। লোকনাটকের সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে আজ অবধি নির্ধারিত হয়নি। অনেকেই লোকনাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু সেই সংজ্ঞার কোনটিই লোকনাটকের স্বরূপকে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করতে পারেনি।

লোকনাটকের সংজ্ঞাগুলোর আলোচনা এবং সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানোর আগে কয়েকটি বিষয় আলোচিত হওয়া আবশ্যক। সেগুলি হল — লোক ও লোকস্তর, লোক-সংস্কৃতি, লোকনাটকের উৎপত্তি, লোক-নাটকের মৌল চরিত্র।

লোক ও লোকস্তর:

লোক শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রয়োগ করলে ' লোক ' কাদের বোঝায় তা জানা যাবে না। মানব সমাজের বিবর্তনের ধারা থেকে ' লোক' শব্দটির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে ।

মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ধারায় একসময় সর্বস্তরের মানুষই ছিল ' লোক' পর্যায়ভুক্ত। আদিম সমাজে 'লোক' চিহ্নিত করার মতো কেউ ছিল না। পরবর্তীকালে মানব সমাজে শ্রমবিভাগ ও শ্রেণী বিভাগ হবার পর থেকে মানুষের মধ্যে কৃষ্টিগত পার্থক্য দেখা দেয়। কৃষিকাজ ও পশুপালনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনে ধাতুর ব্যবহার করে অস্ত্রনির্মান, পাত্রনির্মান,নৌকাগঠন ইত্যাদি কাজে মানুষ মনোনিবেশ করে। কৃষিকাজ ও পশুপালন যারা করত তাদের সঙ্গে অন্যান্য কাজের মানুষের পার্থক্য দেখা দিল। তখনই মানুষ প্রবণতা অনুসারে কাজ করতে শুরু করে। চাষ-আবাদে মনোযোগী ব্যক্তির অধীনে জমির অধিকার আসে, আর অন্যান্য কাজে মনোযোগী ব্যক্তিরা শিল্প- শ্রমিকে পরিণত হয়। এর পরবর্তী সময়ে শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল গড়ে ওঠে। শহরের কিছু লোক বিনিময় প্রথা দ্বারা অধিক সম্পদের অধিকারী হয়। সেই সময় থেকেই অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং সমাজে শ্রেনীভেদ দেখা দেয়। এই শ্রেনীভেদ শহর ও গ্রামে কেন্দ্রীভূত হয়ে আরও প্রকট হয়। গ্রামের মানুষেরা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পারিবারিক ঐক্য স্থাপন করে এবং সমবেত শ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়। ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্য তাদের বাইরের জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ কম থাকে। এর ফলে গ্রামের রীতিনীতি,আচার-ব্যবহার তাদের মনে গোঁড়ামির সৃষ্টি করে, চিরাচরিত বংশানুক্রমিক প্রথার প্রতি তাদের অনুরাগ দেখা যায় বেশি। প্রকৃতির সাফল্য তাদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তারা প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে না দেখে দূরধিগম্য ও রহস্যময় বলে মনে করে। এর ফলে তারা সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে ধর্মীয় আবেগে উদ্দীপিত হয়ে পড়ে। তাদের প্রধান বৃত্তি কৃষি। এই বৃত্তিতে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য কম থাকে । তারা প্রকৃতিকে একটি নির্দ্ধারক শক্তিরূপে পূজো করে। প্রকৃতি খুশী হলে উৎপাদন ভাল হবে, আর প্রকৃতি রুষ্টা হলে উৎপাদন হবে না । এদের একটি প্রাচীন মানসিক স্তর যার পরিবর্তনের গতি অত্যন্ত শ্লথ এবং ঐতিহ্যকে কোনক্রমেই ছাড়তে চায় না। এই সরল ,সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত সামাজিক অবস্থার মধ্যে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে জীবন নির্বাহ করা লোকেরা প্রধানতঃ গ্রামেই সংগঠিত ছিল।

সংগঠিত ছিল।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'লোক' শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে নাগর-শিক্ষা-সাংস্কৃতির বহির্ভূত অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, প্রাচীন সংস্কার ও প্রথাচালিত এবং বিশ্বাস- প্রবণ মানুষের একটি স্তরকে বোঝানো হয়েছে।

In a primitive Community the whole body of persons composing it is the **'Folk'** and widest sense of the word it might equally be applied to the whole population of a civilized state. In its common application, however, to civilization of western type (compound as folk -lore, folk- music etc.) it is narrowed down to include only those who are mainly outside the current of urban culture and systematic education, the unlettered or little lettered inhabitants of village or countryside.(১)

এই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে লোক এবং অলোক ভেদের সময় থেকে ' লোক ' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়। "সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশকে আর এক অংশ যে দিন লোক বলে চিহ্নিত করেছিল সেদিন থেকে 'লোক ' কথাটি চলে এসেছে। সমাজ বিবর্তনের ঐ বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটা সত্বেও আজও একটা অংশকে আর একটা অংশ 'লোক' বলে চিহ্নিত করে থাকে।" (২)

' লোক ' - এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Alan Dundes বলেছেন - " The term 'folk' can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor. It does not matter what liking factor is — it could be a common occupation, language, religion but what is important is that a group formed for whatever reason will have some tradition which it calls ' its own'." (৩)

এই উদ্ধৃতি থেকে বলা যায়, লোক হল তারা যাদের সামাজিক রীতিনীতি, চাল-চলনে প্রাচীন ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে সাধারণ জীবিকা, ভাষা ,ধর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে সেই গোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছে।

সামাজিক বিবর্তনে মানব জাতির কিছু অংশ চিন্তায় ও মননে এগিয়ে গিয়ে এক বিশিষ্ট নাগরিক পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রজ্ঞার বিবিধ শাখার উন্নতি সাধন করে। কিন্তু অবশিষ্ট মানুষেরা প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে; এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রাচীন ধারা প্রবহমান থাকে এবং তারা গোষ্ঠীভুক্ত জীবনের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখে। এই শ্রেণীর মানুষকে 'লোক' আখ্যা দেওয়া হয়।

আসলে একটি সীমাবদ্ধ মতবাদ নিয়ে 'লোক' শব্দটি কিংবা লোক-সমাজের স্বরূপ উৎঘাটন করা সম্ভব নয়। এদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো চিহ্নিত করতে পারলেই এদের স্বরূপটা পরিস্কার হয়ে উঠবে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন ফোকলোর চর্চাকারীরা 'লোক'দের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হল—

" ১. এরা নিরক্ষরও হতে পারে, আবার অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নও হতে পারে। কিন্তু নিরক্ষর হলেও এরা মূর্খ নয়। তবে দীক্ষাহীন (Nontrained) ।

২. এদের গোষ্ঠীজীবন আছে। নিজস্ব জন- অংশ আছে (Racial) । এরা পরস্পর নির্ভরশীল ও ঐক্যবদ্ধ।

৩. এদের ঐতিহ্যমুখী (traditional) জীবনব্যবস্থা, রীতি-নীতি, চালচলন , চিন্তাধারাকে সভ্যতার আলোক নস্যাৎ করে দেয়নি। সভ্যতার আলোকেও এদের কৃষ্টি সংস্কৃতি অক্ষুন্ন থাকে, কখনওবা পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মুখ বদল করেও।

৪. ক. মানব সভ্যতার উষালগ্নে শ্রেণীবদ্ধ এক সমাজব্যবস্থায় এদের সংস্কৃতির জন্ম। শ্রেণী বিভক্ত সমাজের মধ্য দিয়ে এর অগ্রসর হওয়া ও পুষ্ট হওয়ার ক্ষমতা আছে।

খ. মূলতঃ কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায়ই এর বিকাশ ও পুষ্টি। এর বাইরে এদের অস্তিত্ব দুরূহ। কিন্তু দুরূহতাকে অতিক্রম করার মত চালিকা শক্তি (motive- force) এদের আছে।

গ. অর্থনীতিই এদের বিকাশের মূল বুনিয়াদ।

৫. এদের সংহত সমাজের কাঠামো মূলতঃ tradition বা ঐতিহ্যের পটভূমিতে বিদ্যমান।

৬. মানসিক দিক থেকে এদের ভূয়োদর্শন, ভূমাবোধ সম্পূর্ণরূপে খন্ডিত।

৭. রুচির ব্যাপারে এরা আঞ্চলিক ও সমসাময়িক।

৮. এদের ব্যক্তিচেতনার কোন মূল্য নেই, সবই নৈর্ব্যক্তিক (impersonal); সবই সমষ্টি মননের, যৌথ প্রয়াস।"(৪)

উপরে উল্লেখ করা বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে বলা যায়, " একটি নির্দিষ্ট সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যদি ঐক্যবোধ বা সংহতি বজায় থাকে,যদি তারা পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর দাঁড়িয়ে একই ভাষা, একই ধর্ম, একই গোষ্ঠী-চেতনার দ্বারা পরিশীলিত হন, যদি তাঁদের সৃজনশীলতা সামগ্রিক সমাজের সৃষ্টিতে পরিণত হয়ে ওঠে, তবেই তারা লোক-সমাজের মধ্যে গণ্য হবেন।" (৫)

একটি লোকগোষ্ঠী সংহত হয় তখনই, যখন কোন বিশেষ সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, আর্থিক ও সামাজিক বন্ধনে বাঁধা পড়ে। লোক-সমাজের এই সংহত রূপ কয়েকটি দিকের মিলিত ফলের উপর নির্ভর করে। যেমন—

" ক. জীবনের নানা পর্বে এবং বছরের নানা তিথি-তারিখ-অনুষ্ঠানে নৃত্য বিশেষ-বিশেষ Rituals-এর প্রতি সেই লোক-গোষ্ঠীর সকলের অবিচল আস্থা, এবং উপযুক্ত নিষ্ঠা-বিশ্বাস নিয়ে সেগুলি পালন ও অনুসরণ করা;

খ. Cosmology অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব, Cosmogony অর্থাৎ সৃষ্টির উৎপত্তি তত্ত্ব, সৃষ্টি পুরাণ, নানারকম Myth, **Aetiological myth,** প্রভৃতিতে সেই লোক-গোষ্ঠীর সকলের সমান ও সক্রিয় বিশ্বাস;

গ. একই Culture hero-র প্রতি বিশ্বাস;

ঘ. স্বগোষ্ঠীর সকল মানুষের মধ্যে সংযোগের জন্যে (অর্থাৎCommunication -এর জন্যে) বিশেষ বিশেষ মাধ্যমকে আবহমান কাল গ্রহণ ও অনুসরণ;

ঙ. একই বিশেষ লোক-গোষ্ঠীর নিজেস্ব সামাজিক সংস্থা বা Social Institution কে মান্যগণ্য করা;

চ. একই অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক জীবনচর্চা দ্বারা একই গোষ্ঠীর সকল মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া।(৬)

এই সংহত জনগোষ্ঠীর যে লোক-মানস জন্ম নেয় সামগ্রিক ভাবে সেই লোকমানসকেই বলা যায় লোকস্তর। এই লোকাস্তরেই জন্ম নেয় যে সংস্কৃতি তাকেই বলা যায় , লোক-সংস্কৃতি।

লোক-সংস্কৃতি :

লোকস্তরেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব হয়ে থাকে। লোক-গোষ্ঠীর আচার আচরণ, জীবনচর্চা, সাহিত্য, শিল্প ও ললিত-কলা ইত্যাদির সামগ্রিক প্রকাশকে লোক-সংস্কৃতি বলা যায়। এই লোক-সংস্কৃতির প্রকাশকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন- লোকাচার, লোক-বিশ্বাস, লোকউৎসব, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকধর্ম, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায়, সমগ্র মানব সমাজের অন্তর্গত বিশেষ একে লোক- গোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বহন করে লোক-সংস্কৃতি। লোক-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিভিন্ন লোক-সংস্কৃতিবিদ্ নানা সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। সে সব সংজ্ঞা থেকে লোক-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য গুলো জানা যায়। লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে আর্চার টেলর বলেছেন—

"Folklore is the material that is handed on by tradition, either by word of mouth or by custom and practice. It may be folk-songs, folk-tales,riddles, proverbs or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physical objects like fences or knots, hot cross buns and easter eggs ; traditional ornamentation like the walls of Troy;or traditional symbol like the Swastika. It may be traditional procedures like throwing salts over ones shoulder or knoking on words.It may or knoking on words. It may be traditional beliefs like the notion that elder is good for ailments of the eye. All these are folklore". (৭)

অর্থাৎ ফোকলোর হল সেই সব উপকরণ, যা ঐতিহ্যের মাধ্যমে আমাদের হাতে আসে-হাতে আসে মুখে মুখে,আবার ব্যবহারের মাধ্যমে অথবা আয়ত্ত করতে হয় চেষ্টা প্রসুত অনুকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে। তা হতে পারে লোক-সঙ্গীত, হতে পারে লোক-কাহিনী, হেঁয়ালী কিংবা প্রবাদ অথবা অন্যান্য উপকরণ সমুহ, যেগুলো শব্দের বাঁধনে বিধৃত ও প্রচলিত। তা হতে পারে ঐতিহ্যগত যন্ত্র বা হাতিয়ার, যেমন মাছ ধরার দোয়ার, চরো অথবা লাঠি, ইটামুগুর, কাঁড়াল ইত্যাদি বা এই জাতীয় উপকরণ অথবা হতে পারে কোন জড় পদার্থ বা বস্তু, যেমন বেড়া, গেরো, উত্তপ্ত ক্রস প্রতীকযুক্ত পিঠা এবং ঐতিহ্যগত শব্দালঙ্কার যেমন ট্রয়ের প্রাচীর অথবা ঐতিহ্যগত প্রতীক যেমন স্বস্তিক।তা হতে পারে ঐতিহ্যগত কতগুলো পদ্ধতি যেমন কোন ব্যক্তির ঘাড়ের উপর দিয়ে লবণ ছিটিয়ে দেওয়া অথবা কাঠে বাড়ি মারা। তা হতে পারে ঐতিহ্যগত বিশ্বাস সমুহ, যেমন চোখের অসুখে ডান চোখের পীড়া সুফলদায়ক; এই সমস্তই হল ফোকলোর।এই সংজ্ঞা থেকে বলা যায় ,লোক-সংস্কৃতির উপাদান গুলো ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং এগুলো বাক্,অঙ্গাঙ্গী, আচার আচারণ, ক্রীড়া ও বস্তুর মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রবাহিত।

লোক-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সংহত আলোচনা করেছেন ডঃ মযহারুল ইসলাম। তিনি বলেছেন- " এক কথায়

এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে এযাবৎ আলোচনায় আমরা কতগুলো বিষয় পেয়েছি সেগুলো এক একটি মানবগোষ্ঠীর সৃষ্টি, যারা একই ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে, যাদের জীবন ব্যবস্থা, ভাষা, জীবিকা ও ঐতিহ্যের অবলম্বন একই সুত্রে গ্রথিত।

ফোকলোর সাধারণ মানুষের সৃষ্টি, অশিক্ষিত মানুষ মুখে মুখে এগুলোর সৃষ্টি করে এবং সব ক্ষেত্রেই তা ব্যক্তির সৃষ্টি, তবে মাঝে মাঝে দলগতভাবেও সৃষ্টি হতে পারে, যেমন কোন সংগীত বা গীতিকা, হেঁয়ালী, ক্ষুদ্র কাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদি। তবে ব্যক্তির বা ব্যষ্টির সৃষ্টি হলেও কালের প্রবাহে যখনই সেই সৃষ্টি একটি ব্যাপক জনসমাজের সামগ্রী হয়ে ওঠে, তখনই তা ফোকলোর হয়। এগুলো সাধারণত: মুখে মুখেই জন্ম লাভ করে এবং মুখে মুখেই পূর্বপুরুষের নিকট থেকে পরবর্তী পুরুষে চলে আসে, লালিত হয় এবং বেঁচে থাকে। মুখে মুখেই এগুলো একদেশ থেকে অন্য দেশে এবং এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভ্রমন করে। ফোকলোর-এর অনেক অংশ আছে যেগুলো শুধু মুখে মুখে সৃষ্টি হয়না, কোন একজন মানুষ পুঁথিগত বিদ্যার স্পর্শ ছাড়াই কোন একটি বস্তু উদ্ভাবন করতে পারে বা শিল্প সৃষ্টি করতে পারে এবং অন্যলোক এই উদ্ভব করা বস্তু দেখে বা শিল্পকে অনুসরন করে তার প্রস্তুত - প্রক্রিয়া শিখতে পারে। ধীরে ধীরে এই বস্তু বা শিল্প একটি বিশেষ মানব গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং কালের প্রবাহে দেশ দেশান্তর ভ্রমন করে। এছাড়া ফোকলোরের কোন কোন অংশ লিখিত অবস্থাতেই সৃষ্টি হতে পারে লিখন-পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলো লালিত হয় এবং কালোত্তীর্ণ আয়ুলাভ করে। এছাড়া অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমেও ফোকলোরের কোন কোন অংশ সৃষ্টি হয় এবং অপরেরা এগুলো দেখে যায় ও করে থাকে। কালে কালে এগুলো একটি মানব গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিকজীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে অন্য সমাজ বা দেশও এগুলো গ্রহণ করতে পারে।" (৮)

লোক সংস্কৃতির চরিত্র ও গঠন অনুযায়ী লোক-সংস্কৃতিকে দুভাগে ভাগ করা যায় - (ক) বস্তু নির্ভর এবং (খ) অ-বস্তু নির্ভর।

(ক) বস্তু নির্ভর লোক-সংস্কৃতির অন্তর্গত হল পোষাক-পরিচ্ছদ, কুটির শিল্প, লোক-ভাস্কর্য, নানা শ্রেনীর পাত্র বা দেয়াল চিত্র ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায় যে, লেখ্য ব্যাপারের কোন সাহায্য ছাড়াই বিশেষ লোক-গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি যে সকল বস্তু রূপায়িত করে সেগুলিও বস্তু-নির্ভর লোক-সংস্কৃতি।

(খ) অ-বস্তু নির্ভর লোক-সংস্কৃতি হল লোক-সাহিত্য। লোক-সাহিত্যের অন্তর্গত হল প্রবাদ, ছড়া ধাঁধাঁ, লোক-সংগীত, লোক-কথা, গীতিকা, লোকনাট্য, লোক-পুরাণ ইত্যাদি।

লোক-সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - " নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়া মাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমন্ডলের ছায়ার মতো।" (৯)

এই উদ্ধৃতি থেকে বলা যায়, লোকসাহিত্য হল সেই সাহিত্য যা স্রষ্টার মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখেই প্রসার লাভ করে বেঁচে থাকে এবং বিবর্তিত হয়। লোক-সাহিত্য সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- " লোক-সাহিত্য সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি।" (১০) লোক-সাহিত্য কোন বিশেষ ব্যক্তির রচিত হলেও তা একটি সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টিতে পরিণত হয়; সেখানে স্রষ্টার কোন পরিচয় থাকে না। এসম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি প্রণিধান যোগ্য "All aspects of folklore, probably originally the products of individuals, are taken by the folk and put through a process of recreation, which through a process of recreation, which through constant variation and repitition, become a group product." (১১)

অ-বস্তু নির্ভর লোক-সাহিত্যের একটি শাখা হল লোক নাট্য। একে অনেক ফোকলোরবিদ Formalised folklore- এর ভঙ্গীগত বিভাগে শ্রেনীবদ্ধ করেছেন। ভঙ্গীগত বাক্-আশ্রয়ী অ-বস্তুনির্ভর লোক-সাহিত্যের মধ্যে পড়ে লোকনাটক, লোক - নৃত্য, ইংগিত ও সংকেত। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল লোকনাটক।

লোক-নাটকের উৎপত্তি ঃ

অ - বস্তুনির্ভর লোক-সাহিত্যের একটি শাখা হল লোকনাটক। এর উৎস সন্ধান করলে দেখা যায় আদিম সমাজে গৃহপালিত জীবজন্তু ও ভুমি বা শস্যের উৎপাদিকা শক্তির স্তুতিমূলক অনুষ্ঠানগুলোই প্রাধান্য লাভ করেছিল। সমাজ যত উন্নত হতে লাগল তত বেশি করে প্রকৃতি ও পরিবেশ এসে জীবনের ধর্ম ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। আদিম লোক-সমাজের উৎসমূলে রয়েছে 'সূর্য'। ভারত ও মধ্য প্রাচ্যে সূর্য উপাসনা প্রচলিত ছিল। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণকে কেন্দ্র করে বাংলার অনেক লোক-উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে।" প্রাচীন কালের উৎসবগুলি ছিল ঋতুভৌম ও কালিক। সে উৎসবের দেবদেবী মুলতঃ কৃষির দেবতা, কৃষির কৌল প্রতিমা। মানুষ শস্য রোপন ও ফল চয়নের আনন্দকে প্রকাশ করেছেন উৎসবে ও মেলায়। সেদিনের লোক-জীবন ও সমাজের পূজা বা অনুষ্ঠানের গোড়ার কথাই [illegible] এবং স্ত্রী-পুরুষের মিলন ও

127636 28 JAN 2011
North Bengal University Library Raja Rammohunpur

আমোদ উৎসব।" (১২) নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে আদি বাঙালীরা আনন্দের প্রকাশ ঘটাত। বাঙালীর সমাজ জীবনে অভিনয় কলার প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস আজও উদ্ধার করা যায় নি। "তবে লিখিত সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে অলিখিত মৌখিক একটি ধারাও প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এই অলিখিত সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করে বলা যায় সূর্য পূজাই সমাজের আনন্দের একমাত্র নাটকীয় অভিব্যক্তি। সূর্য পুজাকে 'সূর্যযাত্রা' বলা হয়। পরবর্তী কালে এই যাত্রা কথা দিয়ে বহু লোকশ্রুতি যেমন কৃষ্ণ যাত্রা, দৈব যাত্রা, রাস যাত্রা, রথ যাত্রা, ঝুলন যাত্রা ইত্যাদি প্রচলিত হয়।" (১৩) উৎসবকে কেন্দ্র করে নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হত বলে তাকে 'নাট-গীত' বলা হত। লোক-সমাজে অভিনয় কলার যথার্থ বিকাশ ঘটে নৃত্য এবং গীতকে আশ্রয় করে। সংলাপ তখনও মূল্য পায়নি, গীতই ছিলসংলাপের বিকল্প। "বাংলার লোকনাট্য উদ্ভবেরঅন্তরালে গীত, পালা, গীতিকা, যাত্ পরব, সঙ এবং বিভিন্ন লৌকিক নৃত্য, পট, পুতুল ইত্যাদির যৌগিক প্রভাব রয়েছে।" (১৪)

বাংলার লোকনাটকের উদ্ভবের ক্ষেত্রে বাংলার ব্রতগুলোকেও উৎস হিসেবে ধরা যায়। " ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি । ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত,"(১৬) সূর্য, নদী ইত্যাদিকে উপলক্ষ্য করে ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। এর মধ্যে মেয়েলি ব্রত গুলোই হল প্রাচীন। এই মেয়েলি ব্রত উদযাপনে ব্যবহৃত হয় আল্পনা। ব্রত শেষে ছড়াকাটা ও ব্রতকথা শোনানো হয়। " তাই ব্রতের মধ্যে দেখা যায় কবিতা, চিত্র, উপাখ্যান, গদ্য পদ্য ও মন্ডন শিল্প।" (১৭) কোন কোন ব্রতে "নাটকের মত পাত্র-পাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অঙ্ক-ভেদে সাজানো।" (১৮) এই সব ব্রত বেশীর ভাগেই দল বেঁধে করা হয় । " এক জনকে দিয়ে ব্রত অনুষ্ঠান হয় না।" (১৯) " বাংলার আনুষ্ঠানিক ব্রতগুলি মুলতঃ নাটকের প্রত্নরূপ।" (২০) ব্রতগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে রঙ্গাভিনয়, সঙ্, পৌরানিক, সামাজিক, দার্শনিক নানা প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে। বিভিন্ন লোকাচার ও মানুষের জীবন সংগ্রাম থেকে নাট্যবোধের উন্মেষ ঘটেছে। উঃ ও দঃ দিনাজপুর জেলার ব- খেলাগুলোতো ব্রত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। সাইটোল পুজা, হুদুমদেও পূজা, কাত্যায়নী ব্রত, ভাদুলী, মাঘমন্ডন ব্রত ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে নাট্যকলার লক্ষণ যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে। প্রাচীন পালাগান বা ব্রত অনুষ্ঠানগুলোতে নাট্যকল্পরূপ যথেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া ' লোকনাটক ' বলে কোন একাডেমিক শব্দ তখনকার লোক সমাজে প্রচলিত ছিলনা। আঞ্চলিক নানা ' নাট্যকল্পরূপকে ' বর্তমান কালে লোকনাটক অভিধায় চিহ্নিত করা হচ্ছে।

ব্রতগুলোতে দেখা যায় গান ও নৃত্যের আধিক্য বেশী। গানের মধ্যে দিয়েই বর্ণনা প্রচেষ্টা চালানো হয়। কোথাও কোথাও গীদালীর সাহায্যে ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। যেমন, সাইটোল পুজার ব্রত ।বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে অনেক ব্রত-অনুষ্ঠানে ঢাকের ব্যবহার রয়েছে। আঙ্গিকের দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে বলা যায় ' লোকনাটক' হল এই ব্রত - অনুষ্ঠানেরই উন্নত বিকশিত রূপ। এখানে সাইটোল পুজোর আঙ্গিকটি বর্ণনা করলে এই কথার যাথার্থ্য নিরুপিত হবে।

সাইটোল পূজার আঙ্গিক : গৃহকর্ত্রী গীদালীকে আমন্ত্রণ করে ব্রত অনুষ্ঠানের জন্য। গীদালী গান ধরে। গান গেয়ে গেয়ে দেবীর আবাহন ও পূজোর আয়োজন করা হয়। তারপর ঘট-সৃজন, সিঁদুর-সৃজন, ধুপ-সৃজন ইত্যদিও গান গেয়ে গেয়ে করে থাকে। এরপর খোসাগানের মধ্যদিয়ে অন্যান্য দেবদেবীর পূজোর ব্যবস্থা করা হয়। দেবতার আগমন জানিয়ে গান গাওয়া হয়। ফুল সিজ্জন(সৃজন), সাজি সিজ্জন করা হয়। এরপর গান ও নাচের মধ্য দিয়ে পূজোর অঞ্জলি দেবার কথা বলা হয়। এরপর কিছু গদ্যে পদ্যে ব্রতকথা বলা হয়।আবার নাচ ও গানের মধ্য দিয়েও ব্রতকথা বলা হয়।ব্রতকথার কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের কথাগুলো নাটকীয় ভঙ্গীতে গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে আবার গদ্যেরও ব্যবহার হয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে খোসা গান দিয়ে কাহিনীকে রসঘন করা হয়। তারপর উলুধ্বনি দিয়ে ব্রতকথা শেষ হয়।

ভাদুলী, মাঘমন্ডন, হুদুমদ্যাও পূজা ইত্যাদি ব্রতগুলোও সাইটোল পূজোর আঙ্গিকেই করা হয় । ঘট সৃজনের সময় বা পুকুর কাটার সময় আল্পনার ব্যবহার হয়ে থাকে।

ব্রতগুলোর আঙ্গিক দেখে সহজেই বলা যায় লোকনাটকের উৎপত্তি হয়েছিল ব্রতগুলো থেকেই। তাই ডঃ দুলাল চৌধুরীর বক্তব্য পুনরায় উদ্ধৃত করা যায়," বাংলার আনুষ্ঠানিক ব্রতগুলি মূলতঃ নাটকের প্রত্নরূপ।" (২০)

লোক নাটকের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে কোন একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বা ঘটনাকে মূল্য দেয়া যায় না। ব্রত-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানের কথাও বলতে হয়। এ বিষয়ে লোক-সংস্কৃতি বিশষজ্ঞ ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন, " ভারতের নানা তিথি, পার্বন, বছরের এক একটি সময় ও ঋতুকে কেন্দ্র করে নানা 'যাত্রা' ও উৎসব ইত্যাদিকে ভিত্তি করেই আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য মুলত: গড়ে উঠেছে। এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যে বৎসরের সূচনাও এক-এক রকমের। এই জন্যই ভারতীয় সাহিত্যে যে বারমাস্যা দেখা যায়, তাতে এক-একটি মাসকে বছরের প্রথম মাস বলা হয়েছে।

কখনও জ্যৈষ্ঠ, কখনও অগ্রহায়ণ, কখনও ফাল্গুন। বছরের সেই প্রথম মাসে নানা-উৎসব-অনুষ্ঠান হত, পূর্ব-পুরুষকে বা গ্রামের মৃত মোড়লকে স্মরণ-মনন করা হত। দেবতাকে নিয়ে গ্রাম- প্রদক্ষিণ করা হত শোভাযাত্রা করে। গ্রামদেবতার কাছে বার্ষিক পূজা নিবেদন, প্রথম শস্য রোপনের জন্য তার কাছে প্রদত্ত পূজা বা প্রথম শস্য উত্তোলনের জন্য দেয় পূজার এক একটি গোষ্ঠীর এক এক সময় নির্ধারিত ছিল বা এখনও আছে। এই সব অনুষ্ঠানের কালে নানা সামাজিক ও সমসাময়িক ব্যাপার নিয়ে উপস্থিত ক্ষেত্রে রচিত কিন্তু অলিখিত মৌখিক নাট্য নাটিকা অভিনীত হত, এখনও হয়।" (২১) এই শোভাযাত্রা ও সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে লোকনাটকের উদ্ভব হয়েছে বলা যায়। তখন সেই নাট্যাভিনয়ের মুখ্য বিষয় ছিল পুরাণ,লোক-পুরাণ; সেই সঙ্গে যুক্ত হত সমসাময়িক প্রসঙ্গ। এর উদ্দেশ্য ব্যঙ্গকৌতুক পরিবেশন করা। উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে নাট্যাভিনয়ের ঐতিহ্যটি কোন কোন অঞ্চলের গাজন-উৎসবে প্রচলিত ছিল বা এখনও আছে। বাংলার সঙ্ বা মালদহের গম্ভীরা গান তার উদাহরণ বলা যায়। গাজন- উৎসব ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানেও সঙের প্রচলন ছিল।

অনেকে মনে করেন লৌকিক ক্রীড়ানুষ্ঠানও লোকনাটকের উৎসভূমি। অনেক লৌকিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে লোক-নাটকের লক্ষন দেখা যায়। লৌকিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে লোকনাটকের লক্ষণ দেখা যায়। লৌকিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে আছে অনুকৃতিময়তার লক্ষণ 'গাছছুয়া-গাছছুয়া' ক্রীড়ায় গাছের উপর থাকে সাত জন, নীচে থাকে একজন ছেলে। নিচের ছেলেটি বাঘের ভুমিকা নেয়। সে শিকার ধরতে চায় আর গাছের উপরের ছেলেগুলো আত্মরক্ষা করতে চায়। খেলাটিতে যে সংলাপ ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ —

"নিচের ছেলেটি ।।গাছছুয়ারে গাছছুয়া, গাছে ক্যারে ?
উপরের ছেলেরা।। বাঘের ডরে।
নিচের ছেলে ।। বাঘ কই?
উপরের ছেলেরা ।। জমির 'পরে ।
নিচের ছেলে ।। জমিন কই?
উপরের ছেলেরা ।। (নিচের দিকে তাকিয়ে) ঐ তো।
নিচের ছেলে ।। তোরা কয় ভাই ?
উপরের ছেলেরা ।। সাত ভাই ।
নিচের ছেলে ।। এক ভাই দিবি?
উপরের ছেলেরা ।। ধরতে পারলে নিবি।" (২২)

এই খেলাটি অভিনয় ধর্মী । এই খেলার বিষয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুকৃতিময়তার দিক থেকে লোকনাটকের উৎস সন্ধান করলেও এর প্রকাশ মাধ্যমের কথা চিন্তা করা দরকার। অভিনয়কে সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয় — কায়িক ও বাচনিক।

কায়িক অভিনয় অঙ্গভঙ্গিনির্ভর। অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ভাষার কাজ অনেকখানি করানো যায়। তখন অঙ্গভঙ্গি কেবল ভঙ্গি থাকে না তা হয়ে ওঠে প্রকাশভঙ্গি। এই প্রকাশভঙ্গি নৃত্য বহুল পরিমাণে প্রকট। নৃত্য থেকেই নাটকের জন্ম একথা নাট্যতাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন। নৃত্য মানুষের ইতিহাসে সর্বপেক্ষা প্রাচীনতম কলা। আদিম সমাজে নৃত্যের মধ্য দিয়ে লোকে ধর্মভাব ও হৃদয়ভাব প্রকাশ করত। (২৩) সব রকম ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল (২৪) সঙ্গীত, তাল এবং সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে এই নৃত্যকে পরিণত করতে সাহায্য করত। এই সঙ্গীত সম্বলিত ভাব প্রকাশক নৃত্যই ক্রমে ক্রমে নাটকের অভিনয়ে পরিণতি লাভ করে। সংস্কৃত 'নৃৎ' ধাতু থেকে নাটকের উৎপত্তি বলে অনেক পন্ডিতেরাই মেনে নিয়েছেন।(২৫) কাল ক্রমে অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে যুক্ত হল লোক-ধ্বনি যা ভাষার সৃষ্টি করেছে। এই ভাষাই সুর বাহিত হয়ে গীতের সৃষ্টি করল। বহুলোকের মনোভাব প্রকাশ পেল বহুকণ্ঠে। সৃষ্টি হল লোক-গীতের। লোকনাটকে লোকগীত নাট্যলক্ষন যুক্ত হল। ছড়া,গীত নাট্যলক্ষণ যুক্ত হয়ে লোকনাটকে যুক্ত হল।

ছড়া, গীত ইত্যাদিতে তো নাট্য গুণ আছে এবং এগুলো লোকনাটকের উৎসভূমিতে বিরাজমান। এসব ছাড়াও কথকতার প্রভাবও লোকনাটকে পড়েছে। কথকতায় কেবল পাঠ বা আবৃত্তি থাকে না, তারমধ্যে আছে বাচিক অভিনয়। লোক-নাটকে এই কথকতার প্রভাবকে অস্বীকার করা যাবে না।

বাংলা লোকনাটকের বহু প্রাচীন নিদর্শন আমাদের সংগ্রহে নেই। তাই লোকনাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা

আলোচনা করা কষ্টসাধ্য কাজ। চর্যাকার কথিত 'বুদ্ধ নাটক'-এর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বলা যায় লোকনাটক আদিতে ছিল অঙ্গভঙ্গি আশ্রয়ী, তারপর গীতি ও সংলাপ যুক্ত হয়। বাংলার ব্রতগুলো যেমন উৎসব অনুষ্ঠানে উদ্‌যাপিত হয় তেমনি লোকনাটকগুলোও উৎসব-অনুষ্ঠানে অভিনীত হয়। কিন্তু পরবর্তী কালে উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে লোকনাটক অভিনীত হলেও তাতে দেখা যায় বিষয়বস্তু থাকে নিরপেক্ষ। এক সময় যা ছিল ব্রত-অনুষ্ঠান, লোকগীতি, ক্রীড়ানুষ্ঠান কালক্রমে তা লোকনাটকের রূপ ধারণ করেছে। সময়ের পরিবর্তনে লোকনাটকের বিষয়বস্তু ও ভাষার বহু পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে।

লোকনাটকের মৌলচরিত্র ঃ

অবস্তুনির্ভর ভঙ্গিগত, বাগাশ্রিত লোক-সাহিত্যের একটি শাখা হল লোকনাটক। এর বিষয়গুলো মৌখিক ও শ্রুতি নির্ভর, সংলাপধর্মী। এর প্রকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভঙ্গিগত action। ভঙ্গিগত action-এর মধ্যে রয়েছে অঙ্গ-সঞ্চালন। অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যে রয়েছে কাব্যিক ব্যঞ্জনা, ছন্দাত্মক প্রতিবেশ ও মুদ্রা। ক্ষেত্র সমীক্ষায় লোকনাটকের যে মৌলচরিত্র লক্ষ্য করা গেছে তা নিম্নরূপ —

ক. লোকনাটক সৃষ্টি হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে লোক-সমাজের মধ্যে। কোথাও ব্যক্তিস্রষ্টা থাকলেও তা হয় উপলক্ষ মাত্র, সে লোক-সমাজেরই প্রতিনিধি। এর মূল লক্ষ্য নাট্য রস পরিবেশন করা। যতক্ষন না লোক-সমাজের মনোমত বা ধ্যান-ধারনা-বিশ্বাস-নীতিবোধ অনুযায়ী নাটক সৃষ্টি হচ্ছে ততক্ষন চলে এর মধ্যে অদল-বদল বা ভাঙ্গাগড়া।

খ. লোকনাটক মঞ্চস্থ হয় উন্মুক্ত গ্রামীন লোকাকীর্ণ আসরে। অভিনয় মঞ্চ বলে কিছু থাকে না। দর্শকের মাঝখানে চলে অভিনয়। দর্শক-শ্রোতাদের কাছাকাছি থাকে অভিনেতারা। কোথাও আসরের উপরে বড় কাপড় বা সামিয়ানা টানিয়ে দেওয়া হয়।

গ. উন্মুক্ত আসরে চারদিকের হাজার দর্শকের সামনে অভিনয় চলে বলে অভিনেতার কণ্ঠস্বর হয় তীব্র, আবেগ দীপ্ত। অঙ্গভঙ্গিতে আতিশয্য থাকে। স্ত্রীচরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করে। আজকাল অবশ্য কোথাও কোথাও এই রীতির পরিবর্তন ঘটছে।

ঘ. আসরে তাৎক্ষনিক ভাবে রচিত হলেও লোকনাটকের কাহিনীটি সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে সমাজের মানুষের অজানা নয়। কিন্তু আসরে দাঁড়িয়েই গাঁথা হয় এই মালা আর তার স্বাদ সবসময়েই ভিন্ন ভিন্ন।

ঙ. লোকনাটকের বিষয়বস্তু হয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী বা দৈনন্দিন জীবন-নির্ভর। পুরাণ, লোক-পুরাণ ও কিম্বদন্তির অবলম্বন। যে কোন লোকনাটকের বিষয় বস্তু হয় অসাম্প্রদায়িক ও সংহত লোক-সমাজের সর্বজনগ্রাহ্য লোকাশ্রিত কাহিনী, বা পৌরাণিক কাহিনী অশ্রিত চরিত্র বা ধর্মীয় শিক্ষামূলক কল্পিত কাহিনী বা সামাজিক কাহিনী।

চ. লোক নাটকের চরিত্রগুলো লোক-সমাজ থেকেই উদ্ভুত বলে তাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা শ্রোতা-দর্শকদের পরিচিত। চরিত্রগুলো যেন তাদেরই প্রতিভূ।

ছ. লোকনাটকের সংলাপ লোক-ভাষায় রচিত হয়। তাই আঞ্চলিক উপভাষা নাটকে প্রাধান্য পায়। এই সংলাপ বেশির ভাগই তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত। সংলাপ গদ্য ও গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

জ. লোকনাটকের উপস্থাপন পদ্ধতিতে লোকগীতি, লোকনৃত্য, সংলাপ ইত্যাদি মিশ্রিত হয়ে আছে।

ঝ. লোকনাটকে লোক-বাদ্য ব্যবহার করা হয়। যেমন - ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, ধামশা, শিঙ্গা, দোতরা, কাঁশি, বাঁশী, সারিন্দা, তবলা, করতাল, ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। আজকাল হারমোনিয়ামও কোন কোন আসরে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ঞ. লোক-সমাজের আড়ম্বরহীন সাজপোষাক ব্যবহৃত হয় এবং লোক-সমাজের সহজলভ্য প্রসাধনী, যেমন হলুদবাটা, মেটে সিঁদুর, আলতা, ভূষাকালি ইত্যাদি অভিনেতারা ব্যবহার করেন।

ট. লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে লোকনাটকের নিবিড় যোগ আছে। লোকনাটকে মুখোশ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজকাল উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে মুখোশ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। লৌকিক শিল্প লোকনাটকের শ্রীবৃদ্ধি করে নিঃসন্দেহে।

ঠ. লোকনাটক রচনা ও অভিনয় উদ্দেশ্যমূলক। একদিকে লোক-মনোরঞ্জন এবং অপরদিকে সামাজিক অন্যায় অবিচার, শোষন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো লোকনাটকের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বিষয়বস্তুর পরিবেশন করে লোকনাটকের দ্বারা লোক-সাংবাদিকতাও করা হয়।

লোকনাটকের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্ধারন করতে হলে উপরে আলোচিত বৈশিষ্টগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

লোকনাটকের সংজ্ঞা :

বহু লোক সংস্কৃতবিদ্ লোকনাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের দেওয়া সংজ্ঞাগুলো আগে বিচার বিশ্লেষণ করে দেওয়া প্রয়োজন।

লোকনাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-"লোকনাট্য লোক-জীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী তার ভিতরে প্রবেশ করা সঙ্গত নয়, তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোন ধারা কিংবা ঐতিহ্য থাকে না।" (২৬)

ড. বরুণ কুমার চক্রবর্ত্তী ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংজ্ঞাটি সম্পর্কে বলেছেন, "লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর ওপরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল, কারণ তবেই তা সংহত সমাজের কাছে আদৃত হয় বহুল পরিমাণে, নিজেদের সমাজে অনুষ্ঠিত কোন ঘটনার প্রতিফলন যখন তারা নাটকে দেখে, তখন তা এক বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করে দর্শক সমাজে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তাই বলে পৌরাণিক কিম্বা ঐতিহাসিক বিষয়কে লোকনাট্য আত্মসাৎ করতে পারেনা, এমন বক্তব্য যথার্থ নয়। কারণ তাহলে রামায়ণ অবলম্বনে কুশাণ, ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত মানপাঁচালি, কিম্বা রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদির মতো লোকনাট্য গুলোর উদ্ভব হতনা। তবে লোকনাট্য যে পূর্ববর্তী কোন ধারাকে অনুসরণ করে রচিত হয়না একথা ঠিক। আর লোকনাট্য যে মৌখিক ভাবে রচিত হয়, কোন লিখিতরূপ এর থাকেনা, এটিও এর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।" (২৭) ড. বরুণ কুমার চক্রবর্ত্তীর এই উদ্বৃতি অনুসরণ করেই বলা যায় ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রদত্ত লোকনাট্যের সংজ্ঞাটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নয়।

বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতিবিদ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক লোকনাটকের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে — "Myth & Ritual মিলিত হয়ে কোনো সংহত লোক-গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তারই নাট্যরূপ।" (২৮)

ড. ভৌমিকের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিতে লোক নাটকের মৌলচরিত্রের সকলদিক সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি এবং সকল লোকনাটক সম্পর্কে এই সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য নয়।

শিশির মজুমদার বলেছেন, " লোকনাট্য তাকেই বলব, যা একটি জনগোষ্ঠীর সৃষ্ট, গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনভিত্তিক, মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত।" (২৯) এই সংজ্ঞাটি অল্পবিস্তর ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিরই অনুরূপ বলা যায়।

লোকনাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেছেন- " আমাদের দেশে লোকনাট্য বলিতে সাধারণতঃ যাত্রা নাটককেই বুঝায় এবং এই অর্থেই শব্দটি আজও প্রচলিত রহিয়াছে।" (৩০) এই সংজ্ঞাটিতে যাত্রার সঙ্গে লোকনাটককে এক করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা করা যায় না। যে লোকস্তরে লোকনাটকের সৃষ্টি সেই লোকস্তর থেকে যাত্রার সৃষ্টি হয় না। অপেক্ষাকৃত সংস্কৃতিবান সংহত সমাজে যাত্রার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই যাত্রা লিখিত ভাবে সৃষ্টি হয় এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির রচনা বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু লোকনাটক বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্টি হলেও তা লোক-সমাজের বলে পরিচিতি লাভ করে।

লোক-সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-"সমষ্টি গত আবেগসৃষ্টি করে সকলকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করা ও কর্মসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করার মানসে আদিম নৃত্যে যে কৃত্যাভিনয় তার মধ্যেই লোকাভিনয়ের আদিম রূপ পরিস্ফুট।" (৩১) এই সংজ্ঞাটি লোকনাটক সম্পর্কে একেবারেই অপরিস্ফুট সংজ্ঞা। এখানে কেবল নৃত্যেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু লোকনাটকতো কেবল নৃত্য বা গীত বা উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ নির্ভর নয়, এর মধ্যে অভিনয়, সংগীত, মনোরঞ্জনের নানাবিধ উপকরণ এবং ' লোকে'র ভূমিকা রয়েছে।

মানিক সরকার তাঁর "বাংলা লোকনাট্য:কয়েকটি দিক" প্রবন্ধে লোক-নাটকের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, " লোকাশ্রিত কাহিনী, কাহিনী আশ্রিত চরিত্র অনুযায়ী উক্তি-প্রত্যুক্তি সহজ সরল এবং বলিষ্ঠতার সঙ্গে লোক-গীতি-

নৃত্য স্বল্প সংলাপ এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে ঋজুদৃঢ় ভাবভঙ্গির দ্বারা লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ করা হয় তাই- ই সাধারণ অর্থে লোকনাট্য(ফোক ড্রামা)।"(৩২) এই সংজ্ঞাটিতে লোকনাটকের অনেক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হলেও কয়েকটি বিষয় অনুল্লেখিত রয়েছে। যেমন, লোকনাটক তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত হয়,তার কোন লিখিত রূপ থাকে না, সর্বদা মৌখিক, লোক ভাষা বা আঞ্চলিক উপভাষায় রচিত হয়, লোকায়ত সমাজগ্রাহ্য এবং সমসাময়িক লোকায়ত সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত হতে হয়।

লোকনাটকের মৌলচরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়। সংজ্ঞাটি হল ঃ

তাৎক্ষণিক ভাবে লোক-ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় মুখে মুখে রচিত অসাম্প্রদায়িক লোকাশ্রিত বা ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনী আশ্রিত চরিত্র সমসাময়িক লোকায়ত সমাজের প্রেক্ষাপটে, লোকায়ত সমাজগ্রাহ্য তাৎক্ষণিক উক্তি- প্রত্যুক্তি সহযোগে লোক-গীতি-নৃত্য এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে লৌকিক সাজে সজ্জিত হয়ে লোকাকীর্ণ উন্মুক্ত আসরে অভিনয়ের সাহায্যে যা প্রকাশ করা হয়, তাকেই লোকনাটক বলা যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

(১) The Encyclopaedia Britanica. Vol. IX Lond. 1929.

(২) ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য — বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা। পৃঃ - ২

(৩) চিত্ত মন্ডল - ফোকলোরের স্বরূপ । পৃঃ - ৪২। (The Study of folklore-Alan Dudes. Barkley,1995)

(৪) প্রাগুক্ত । পৃঃ - ৪৩-৪৪

(৫) প্রাগুক্ত । পৃঃ - ৪৫

(৬) নির্মলেন্দু ভৌমিক - জনজীবন, সংহত গোষ্ঠী ও বাংলার লোকনাট্য। (প্রবন্ধ) (লোকশ্রুতি/১৯৮৬ সংকলন সংখ্যা)

(৭) চিত্ত মন্ডল - ফোকলোরের স্বরূপ। পৃঃ ৫০.
Folklore and the Student of literature, the pacific Sepetator. Vol.2. 1948.- Archer Taylor. page- 216-223)

(৮) ডঃ মযহারুল ইসলাম - ফোকলোরের পরিচিতি।(ঢাকা -১৯৭৪) পৃঃ ৫৬

(৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — লোক সাহিত্য। পৃঃ - ৯।

(১০) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য-বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খন্ড)। (১৯৬২) পৃঃ-১

(১১) Maria Leach- Sfandard dictionary of Folklore and Mythology.(New york) 1949. page- 401

(১২) ডঃ দুলাল চৌধুরী-পশ্চিম দিনাজপুরের লোকনাট্যঃ একটি সমীক্ষা। (মধুপর্ণী, পশ্চিমদিনাজপুর জেলা সংখ্যা,১৩৯৯)।

(১৩) প্রাগুক্ত।

(১৪) প্রাগুক্ত।

(১৫) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বাংলার ব্রত। পৃঃ -১১

(১৬) প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৫

(১৭) প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬

(১৮) প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৪

(১৯) ডঃ দুলাল চৌধুরী - পশ্চিমদিনাজপুরের লোকনাট্য ঃ একটি সমীক্ষা। (মধুপর্ণী, পশ্চিমদিনাজপুর জেলা সংখ্যা, ১৩৯৯)

(২০) প্রাগুক্ত।

(২১) নির্মলেন্দু ভৌমিক - বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ঃ লোকনাট্যের একটি দিক। (উত্তরবঙ্গ লোকযান সংবাদ, লোকনাট্য সংখ্যা, ১, মহালয়া,১৩৯১) পৃঃ ৪৪

(২২) আশরাফ সিদ্দিকী - লোক-সাহিত্য (১মখন্ড)। (ঢাকা,১৯৭৭) পৃঃ ২৭৬

(২৩) The Art of dancing - Selected Essays by Havelock Ellis. page- 180.
" Dancing is the primitive expression alike of religion and of love—of reli gion from the earliest times we know of and of love from a period long

anterior to the coming of man".

(২৪) Ibid page - 131.

" For all the solemn occassions of life, bridals and for funerals, for seed time and harvest, for war and for peace, for all these things there were dances."

(২৫) A. B. Keith- The Sanskrit Drama in its origin, development theory and Practice,page- 26.

" Hence the doctrine which has the approval of oldenberg and which finds the origin of the drama in the sacred dance, of course, accompanied by gesture of pantomimic character, combined with long, and later enriched by dialogue, this would give rise to the drama."

(২৬) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক - সংস্কৃতি। পৃঃ - ১২৯।

(২৭) ডঃ বরুন কুমার চক্রবর্তী—বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস (২য় সং,১৯৮৬)। পৃঃ - ৫০১

(২৮) ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক---লোক-সংস্কৃতি উৎসব -৮৬ তে পঠিত প্রবন্ধ।

(২৯) শিশির মজুমদার—উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য ও পশ্চিম দিনাজপুরের খনের গান। (শারদীয়া ত্রিবৃত্ত, ১৯৭৮)। পৃঃ - ৩৩।

(৩০) ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—বাংলার লোকনাট্যসমীক্ষা (১৯৭২) পৃঃ -১

(৩১) তুষার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা লোকনাট্য ঃ যৌথ স্মৃতি ও সজীব সামর্থ্য। (চতুষ্কোন পত্রিকা, বৈশাখ , ১৩৮৩) (প্রবন্ধ)

(৩২) মানিক সরকার — বাংলা লোকনাট্যঃ কয়েকটি দিক। (প্রবন্ধ) (অমৃত,২রা এপ্রিল,১৯৭৬)।